



International  
Children's  
Film Festival, Bangladesh  
JANUARY 23-29, 2016

# আমাদের উৎসব

৯ম আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব বাংলাদেশ ২০১৬ | ফ্রেমে ফ্রেমে আগামী স্বপ্ন | Future in Frames

শনিবার | ২৩ জানুয়ারি, ২০১৬ | ৪ পাতা | মূল্য ৫ টাকা

০১

## লাইটস..ক্যামেরা..উৎসব!

লাইট ক্যামেরা এই দুটি শব্দ কানে আসতেই আমাদের চোখে ভেসে ওঠে রূপালী পর্দার সিনেমার কথা। সারাবিশ্বের একগুচ্ছ শিশুতোষ স্বপ্নীল সিনেমা নিয়ে ২৩ থেকে ২৯ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে চিলড্রেন'স ফিল্ম সোসাইটি নবমবারের মতো আয়োজন করতে যাচ্ছে ৯ম আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব বাংলাদেশ। শিশুতোষ সিনেমা প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতা আয়োজনের মধ্য দিয়ে সাজানো হবে এই উৎসবটি। এছাড়াও রয়েছে ওয়ার্কশপ, সেমিনার ও নানা আয়োজন। এবারের উৎসব সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে উৎসব সহ পরিচালক আবীর ফেরদৌস মুখর বলেন, 'এবারের উৎসবে বিশ্বের ৩০টি দেশ থেকে আগত দেড় শতাধিক শিশুতোষ চলচ্চিত্র দেশের বিভিন্ন স্থানে মোট ১৫টি ভেন্যুতে প্রদর্শিত হবে। উৎসবের মূল আকর্ষণ হিসেবে থাকছে বাংলাদেশি শিশুকিশোরদের নির্মিত চলচ্চিত্র প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতায় প্রদর্শনের জন্য সারাদেশ থেকে মনোনীত ৩০টি ছবির মধ্যে ৫টিকে পুরস্কৃত করা হবে। পুরস্কারের জন্য গঠিত ৫ সদস্যের জুরিবোর্ডের সবাই শিশুকিশোর। অর্থাৎ ছোটরাই নির্বাচন করবে ছোটদের শ্রেষ্ঠ ছবিগুলো।

এছাড়াও আরও দুটি বিভাগে চলচ্চিত্র প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ করা হবে।' তিনি আরও জানান, 'উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি হবে ২৩ জানুয়ারি শনিবার বিকেল ৪টায় কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী চত্বর ও শওকত ওসমান মিলনায়তনে। অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করবেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আব্দুল মুহিত। অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি হিসেবে থাকবেন সংস্কৃতি মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান নূর। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করবেন উৎসব উপদেষ্টা পর্যদের চেয়ারম্যান মুস্তাফা মনোয়ার। এছাড়াও উপস্থিত থাকবেন চিলড্রেন'স ফিল্ম সোসাইটির সভাপতি ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল। চলচ্চিত্র প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতা ছাড়াও উৎসবে বিশেষ সুবিধা হলো উক্ত উৎসবের সকল চলচ্চিত্র প্রদর্শনী অভিভাবকসহ শিশুকিশোরদের জন্য উন্মুক্ত।' তো বন্ধুরা তৈরী হয়ে যাও, তোমাদের স্বপ্নের উৎসবের পর্দা উঠবে আজ। রূপকথার রাজ্যের রাজপুত্র, রাজকন্যারা ভেসে উঠবে রূপালী পর্দায়। তাই গ্যুটিংয়ের মতো করে বলাই যায়, লাইটস..ক্যামেরা..অ্যাকশন!

- আশিক ইব্রাহীম



## উৎসবের লোগো ও উৎসবের রঙ

“আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব, বাংলাদেশ”-প্রতিবারের মতো এবারও উৎসবের লোগো অনুযায়ী উৎসবে একটি রঙকে প্রাধান্য দিয়েছে। উৎসবের রঙের জন্য যেহেতু উৎসবের লোগো থেকেই তাই উৎসবের লোগো সম্পর্কে আগে জেনে নেওয়া যাক। উৎসবের লোগো হলো রংধনুর সাতটি রঙে রাজা শিশুদের হাতের ছাপের সমন্বয়। উৎসবের জন্মলগ্ন থেকেই এই লোগো উৎসবে শিশুসুলভ প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। চিলড্রেন'স ফিল্ম সোসাইটির জেনারেল সেক্রেটারি মুনীরা মোরশেদ মুনী লোগো সম্পর্কে বলেন, “উৎসবের লোগোয় একসাথে এতগুলো শিশুর রঙিন হাতের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে তাদের মধ্যকার শক্তি যা তাদের একা একা বেড়ে উঠতে, দল বেঁধে চলতে এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে অনুপ্রাণিত করে।” প্রতিবছরের মতো উৎসবের লোগো অনুযায়ী রঙ বদলের পালায় এবারও উৎসবের রঙের বদল হয়েছে। পালাক্রমে এবারের উৎসবের রঙ প্রাণের রঙ “সবুজ”। সবুজ রঙ প্রকৃতির হলুদ রং ও উদার আকাশের নীল রঙের সংমিশ্রণ যা প্রাণের স্পন্দনের কথাই ফুটিয়ে তোলে। প্রকৃতির সবুজ অরণ্য যেমন আমাদের প্রাণ তেমনি শিশু চলচ্চিত্র উৎসবও শিশু কিশোর নির্বিশেষে সকলের প্রাণের উৎসব। তাই সকলে প্রাণের টানে উৎসবের এই সাতটি দিন উৎসব প্রাঙ্গণগুলোতে আনন্দ উৎসবে একসাথে মেতে উঠতে চলে আসে।

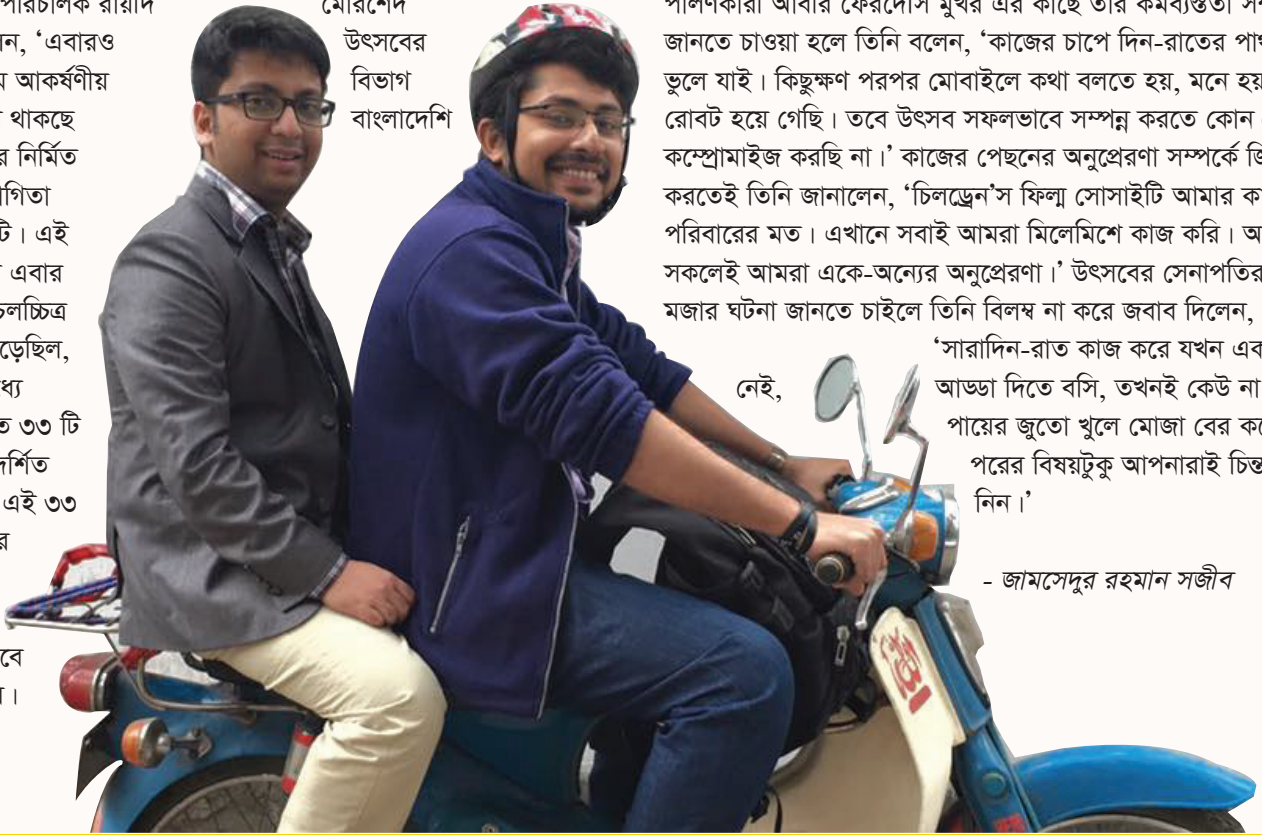
- সুপ্রীতি মালাকার

# উৎসবের রাজা ও সেনাপতি

বহু প্রতীক্ষার সমাপ্তি ঘটতে যাচ্ছে। ‘ফ্রেমে ফ্রেমে আগামী স্বপ্ন’ স্লোগান নিয়ে প্রতিবছরের মত এবারও চিলড্রেন’স ফিল্ম সোসাইটি বাংলাদেশ এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ৯ম আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব বাংলাদেশ। ‘২৩ - ২৯ জানুয়ারি ২০১৬ এই উৎসবটি অনুষ্ঠিত হবে একই সাথে ঢাকা, রাজশাহী, ও সিলেটে। এবারের উৎসবে সারাদেশে মোট ১৫টি ভেন্যুতে ৩০টি দেশের দেড় শতাধিক শিশুতোষ চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হবে বলে আমরা আশা করছি’- এমনটাই অভিযুক্ত প্রকাশ করলেন উৎসব পরিচালক রায়ীদ মোরশেদ ও সহকারী উৎসব পরিচালক আবীর ফেরদৌস মুখর। উৎসব সম্পর্কে বিস্তারিত জানাতে তারা আরও বললেন, ঢাকায় মূল উৎসব কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হবে কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরির শওকত ওসমান মিলনায়তনটি। উদ্বোধনী দিন ছাড়া প্রতিদিন সকাল ১১ টা, দুপুর ২টা, বিকেল ৪টা ও সন্ধ্যা ৬টায় মোট ৪টি করে প্রদর্শনী হবে মূল উৎসব কেন্দ্রে। অপর কেন্দ্র গুলোতে সকাল ১১ টা, দুপুর ২টা, বিকেল ৪টা পর্যন্ত চলবে প্রদর্শনী। উৎসবের সকল প্রদর্শনী অভিভাবকসহ শিশুদের জন্য উন্মুক্ত।

উৎসব পরিচালক রায়ীদ জানালেন, ‘এবারও অন্যতম আকর্ষণীয় হিসেবে থাকছে শিশুদের নির্মিত প্রতিযোগিতা বিভাগটি। এই বিভাগে এবার ৮০টি চলচ্চিত্র জমা পড়েছিল, যার মধ্যে নির্বাচিত ৩৩ টি ছবি প্রদর্শিত হচ্ছে। এই ৩৩ টি ছবির মধ্যে ৫টি ছবি পাবে পুরস্কার।

মোরশেদ  
উৎসবের  
বিভাগ  
বাংলাদেশি



উৎসব পরিচালক রায়ীদ মোরশেদ এর কাছে উৎসবে কাজ করার অনুপ্রেরণা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, ‘সিএফএস-এ দীর্ঘ দশ বছর কাজ করার মূল অনুপ্রেরণাটা একটু অন্যরকম। উৎসবে দেশের বিভিন্ন স্কুলের শিশুকিশোরেরা এসে ছবি দেখে। নানা দেশের ভাষা ও সংস্কৃতির ছবি দেখে তাদের চোখে-মুখে আমি এক ধরনের আনন্দ দেখতে পাই। তাদের এই বিস্ময়কর আনন্দই আমার কাজের মূল অনুপ্রেরণা।’ উৎসবের রাজা আরও যোগ করেন, ‘কাজ করতে গিয়ে আমরা প্রায়ই বিভিন্ন ধরনের বিপত্তির মুখে পড়ি। কিন্তু ছবি দেখার পর যখন শিশুদের মুখে হাসি দেখি তখন সকল দুঃখ-কষ্ট ভুলে যাই।’ সিএফএস এর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে তিনি বলেন, ‘আমাদের উৎসব বার্লিন ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল, কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের মত এতবড় পরিসরে না হলেও আমাদের লক্ষ্য একদিন আমাদের শিশু চলচ্চিত্র উৎসবটি অন্যান্য আন্তর্জাতিক উৎসবকেও টপকে যাবে এবং বিদেশের শিশু প্রতিনিধিরাও এই উৎসবে অংশগ্রহণ করবে।’ এইবারের উৎসবে প্রথমবারের মত সহকারি পরিচালকের দায়িত্ব পালনকারী আবীর ফেরদৌস মুখর এর কাছে তার কর্মব্যস্ততা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, ‘কাজের চাপে দিন-রাতের পার্থক্য ভুলে যাই। কিছুক্ষণ পরপর মোবাইলে কথা বলতে হয়, মনে হয় যেন রোবট হয়ে গেছি। তবে উৎসব সফলভাবে সম্পন্ন করতে কোন প্রকার কম্প্রোমাইজ করছি না।’ কাজের পেছনের অনুপ্রেরণা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেই তিনি জানালেন, ‘চিলড্রেন’স ফিল্ম সোসাইটি আমার কাছে পরিবারের মত। এখানে সবাই আমরা মিলেমিশে কাজ করি। আর সকলেই আমরা একে-অন্যের অনুপ্রেরণা।’ উৎসবের সেনাপতির কাছে মজার ঘটনা জানতে চাইলে তিনি বিলম্ব না করে জবাব দিলেন,

নেই,

‘সারাদিন-রাত কাজ করে যখন একটু ব্রেক আড্ডা দিতে বসি, তখনই কেউ না কেউ পায়ের জুতো খুলে মোজা বের করে! পরের বিষয়টুকু আপনারাই চিন্তা করে নিন।’

- জামসেদুর রহমান সজীব

## নবীনের আহ্বান নিয়ে উৎসবের লোগো ফিল্ম

একটা খুশির আনন্দ বার্তা অপেক্ষা করছে অনেক শিশুদের জন্য। কিন্তু সেটা কি...? সেই খুশির আনন্দধ্বনি মুক্ত হবে একটা সুন্দর সকালে যখন তারা সেই চিঠি খুলবে এবং সেই চিঠির বাহকেরা বাচ্চাদের নিয়ে যাবে এক মেঘের দেশে যেখানে সবাই উপভোগ করছে এক দারুণ উৎসব!





# সাবেক উৎসব পরিচালকের সাথে কথোপকথন-



**মোরশেদুল ইসলাম:** এর পেছনের গল্প বলতে গেলে বলতে হবে যে, পূর্বে আমি আমার ছবি নিয়ে কিছু শিশুতোষ চলচ্চিত্র উৎসবে অংশ নিয়েছিলাম। বিশেষ করে যখন হায়দ্রাবাদে ভারতীয় আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসবে অংশগ্রহণ করি। সেটা চলচ্চিত্র 'স ফিল্ম সোসাইটি ইন্ডিয়া' আয়োজন করেছিল। সারা ইন্ডিয়া থেকে ডেলিগেট এসেছিল। অসংখ্য শিশু দর্শক ছিল। তখন আমার দীপু নাম্বার টু বিশাল পরিসরে প্রদর্শনী হয়েছিল, প্রায় এক হাজার দর্শক যাদের বেশিরভাগই ছিল স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা আমার ছবি দেখেছিল। তাদের মধ্যে একটি শিশু আমাকে বলেছিল, 'এ ধরণের ছবি কেন আমরা পাইনা। আপনি কি আমাদেরকে প্রতি বছর এ ধরণের ছবি দেখাবেন?' বিষয়টা আমার খুব ভালো লেগেছিল এবং আমার মনে হল আমাদের দেশেও তো এমন চলচ্চিত্র উৎসব করা যেতে পারে। এরপর আমি বাংলাদেশে এসে চলচ্চিত্র 'স ফিল্ম সোসাইটি' বাংলাদেশ গঠন করার উদ্যোগ নিলাম এবং এরপরেই উৎসব আয়োজনের ব্যবস্থা করলাম। যেটা ব্যাপক সাড়া ফেলল এবং এটা প্রমাণিত হল যে চাইলে আমরাও অনেক কিছু পারি। এই ছিল উৎসবের পেছনের গল্প।

**বুলেটিন:** যেসব শিশু-কিশোররা এই উৎসবের সাথে জড়িত এবং নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে, তাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলুন।  
**মোরশেদুল ইসলাম:** আমি দেখেছি যে উৎসবের আগে মূলত ওদের উপর প্রচন্ড চাপ পড়ে। ওরা দারুণ চাপের মুখে থেকে কাজ করে,

খাওয়া-দাওয়া ভুলে কাজ করেই যায়। মাঝে মাঝে আমার মনে হয় এবারই শেষ, এত প্রেসার আর নয়। কি হবে এত কাজ করে! কিন্তু কাজটাকে অবশ্যই ভালো লাগার দিক থেকে করতে হবে। মন থেকে ভালো লাগা নিয়ে কাজ করলে সফলতা আসবেই। মনে রাখতে হবে আমরা অনেক বড় একটি কাজ করছি। দেশের জন্য কাজ করছি। তখনই দেখা যাবে আমাদের পরিশ্রম সফল হয়েছে। যেটা খুবই ভালো দিক।

**বুলেটিন:** প্রতিবারের মত এবারও শিশু নির্মাতারা চলচ্চিত্র বানিয়ে উৎসবে আসছে। তাদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলতেন...

**মোরশেদুল ইসলাম:** ছোটদের জন্য এটা একটা এক্সারসাইজ। এটা এমন নয় যে যারা ফিল্ম বানাচ্ছে তারা সকলেই বড় ফিল্মমেকার হয়ে যাবে, অনেকেই হয়ত বিভিন্ন পেশায় নিয়জিত হয়ে ভবিষ্যত গড়বে। তবে এই ফিল্মমেকিং এর মাধ্যমে ওরা নিজেদের স্কিল তৈরী করছে এবং নিজেদের সৃজনশীল সত্তাকে আবিষ্কার করতে পারছে। পাশাপাশি ওরা ওর্গানাইজিং স্কিল তৈরী করতে পারছে। এই দক্ষতা ওরা সারাজীবন ব্যবহার করতে পারবে। তাই ওদেরকে অবশ্যই এমন মনোভাব নিয়ে এগুতে হবে যেন কখনো হতাশ না হয়। এই দক্ষতা যেন ওরা আগামীতে জীবনে ব্যবহার করতে পারে এটা মাথায় রেখে কাজ করলে ওরা একদিন যার যার জীবনে সফল হতে পারবে।

সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছে বুলেটিন টিম এর প্রতিনিধি জামসেদুর রহমান সজীব

**বুলেটিন:** তরুণদের হাতে পরিচালিত হচ্ছে গোটা উৎসব, বিষয়টাকে কতটা উপভোগ করেন?  
**মোরশেদুল ইসলাম:** শুরু থেকেই আমাদের ইচ্ছা ছিল যে ছোটদের উৎসব ছোটরাই করবে। প্রথমদিকে সম্ভব ছিল না! যদিও ছোটরাই কাজ করত, আমরা এর পেছনে ছিলাম। এরপর ধীরে ধীরেই যখন ছোটরা অভিজ্ঞ হয়ে উঠলো তখন আমাদের মনে হলো ওরা এবার নিজেরাই উৎসব আয়োজন করতে পারবে। আমরা তখন একেবারেই সরে গেলাম। এবং দেখলাম আমাদের উদ্দেশ্য সফল। গতবার ওরা খুব সুন্দর ভাবে উৎসব আয়োজন করেছে এবং এবারও ওরা সুন্দরভাবে আয়োজন করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

**বুলেটিন:** শিশুদের জন্য চলচ্চিত্র উৎসব শুরু করার পেছনের গল্পটা জানতে চাইছি। কিভাবে এই উৎসবের শুরু হল, বলবেন কি?

## ফিরে দেখা...



বিপুল আনন্দ ও বর্ণাঢ্য সমাপনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গত ৩০ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে পর্দা নেমেছিল ৮ম আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব বাংলাদেশ এর। উক্ত উৎসবটি ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেটের মোট ১০টি ভেন্যুতে অনুষ্ঠিত হয়। ৪৮টি দেশের মোট দুই শতাধিক ছবির প্রদর্শিত হয় গতবারের উৎসবে। বরাবরের মত ৮ম উৎসবেও ছিল শিশুকিশোরদের নির্মিত চলচ্চিত্র প্রতিযোগিতা বিভাগ। সারাদেশ থেকে বাছাইকৃত ৩০টি চলচ্চিত্র থেকে ৫জন শিশু বিচারকের রায়ে ৫টি চলচ্চিত্রকে পুরস্কৃত করা হয়।

প্রথম পুরস্কার  
স্বতঃস্ফূর্ত  
পরিচালক: আবরার ফায়াজ  
দ্বিতীয় পুরস্কার  
লং ওয়ে টু গো  
পরিচালক: ফারিয়া জেবিন ঐশী  
তৃতীয় পুরস্কার  
অভিপ্রায়  
পরিচালক: আশফাক সাকিব সাফি  
চতুর্থ পুরস্কার  
পদক্ষেপ  
পরিচালক: আসিফ শাহরিয়ার  
পঞ্চম পুরস্কার  
দ্য ফ্লাগ  
পরিচালক: হাসান খান





## DRUMROLLS PLEASE!

With the ever known slogan of 'Future in Frames', the 9th International Children's Film Festival organised by Children's Film Society Bangladesh is ready to open its doors with 7 days of fun with cinemas for youngsters in Bangladesh. 15 venues across the whole country- in Dhaka, Sylhet, Chittagong and Rajshahi- with more than 150 Children's films from 30 different countries of the world; and 4 screenings - 11am, 2pm, 4 pm, and 6 pm at the main venue, Central Public Library and 3 screenings at the other venues at 11 am, 2pm, 4 pm will be open for children along with their guardians.

Being solely a festival for children, like every year the most exciting segment of the festival is the Competitive Section for Children Filmmakers where 33 films were selected from 80 and also, a Jury board of 5 youngsters for judging these films. 5 prizes await 5 winners among these, including crests, certificates and monetary prizes. A Competitive Section for International Children Films judging this event will be eminent filmmaker Morshedul Islam, film critic Sazedul Awal and Zakir Hossain Razu; 'Young Bangladeshi Talent Award' and 'Social Film Award' for the young adults are the other segments of the festival.

A seminar on 'Child Abuse' will be held during the festival at the Sufia Kamal Auditorium, National Museum premises, on the 26th of January; and a workshop taken by Amitabh Reza on film making on the 27th will be held for the young film makers and child delegates. Authorities of schools and colleges had been sent invitations for their students to watch films at all venues and all screenings made for them from all over the world.

The festival of dreams will be inaugurated today, 23rd January, 4 pm at the Shawkat Osman Auditorium at the Central Public Library by the Honourable Minister, Ministry of Finance, Abul Maal Abdul Muhit. The ceremony is to be presided by Mustafa Monowar, Chairman of the Festival Advising Committee and Honourable Minister, Ministry of Cultural Affairs, Asaduzzaman Nur will be present as the special guest. The curtains of the festival will be dropped again on the 29th of January, 5 pm through a closing and prize giving ceremony at the Shawkat Osman Auditorium, Central Public Library.

Announcing all the event details in the press conference, the Festival Director Rayeed Morshed expressed deep gratitude to all the helping hands out there and urges children to not miss out on this opportunity. A K M Moinul Islam Moin, Head of Marketing, and Shakhawat Ahmed, Brand Manager, Pran Confectionery, was present at the 'Meet the Press' along with General Secretary of Children's Film Society Munira Morshed Munni and Festival Co-Director Abir Ferdous Mukhar.

- Aurni Semonti Khan



## Thoughts of former Festival Director

Eminent film maker Morshedul Islam has been the festival director since the very beginning, and now he has made ways for young leadership. Quoting him, "the dream was always about children and youngsters. Last year the young adults and the kids ran the festival by themselves and it has been a huge success. I hope they march on, and we, the elders will always be there for help."



## About the Dream of Dreamer Donkeys..

Every year the festival is illuminated by a logo film, produced by one of our youngsters. This year it is an animation film, directed by Syeda Tasnim Rahman and her team Dreamer Donkey, with the theme "Invitation of Jubilation". She says, the main verve of the Festival is children who dream to touch the clouds. And their inviter of this jubilation is the friends, the fantasy birds. The music has been done by Chitropot Band.

**Editor:** Abu Sayeed Nishan

**Co-editor:** Ashik Ibrahim, Aurni Semonti Khan

**Co ordinator:** Zamshedur Rahman Shajib

**Senior Reporter:** Riddha Anindya

**Reporter:** Jasiya Bintay Shamim, Mehjabin Khan Porna, Sumaiya Nawshin Suprety Malaker, Noshin Anjum, Monami Hamid, Sazid Ahamed Dipto.

Organized by



Supported by



Associated Partners

